সম্পাদকীয়

খুতবা ইলহামিয়া হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক মহা নিদর্শন

প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে এর মধ্যে আল্লাহ তা'লা খুতবা ইলহামিয়ার মত এক মহা নিদর্শন প্রদর্শন করে জগদ্বাসীকে এটাই স্পষ্ট করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১১ই এপ্রিল ২০১৪ লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান কালে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেন, তিনি বলেন,

আজ আমি আপনাদের সম্মুখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি মহান নিদর্শন তুলে ধরবো। ১৯০০ সালের ১১ই এপ্রিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদার নির্দেশে আরবীতে একটি খুতবা প্রদান করেন, যেহেতু ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে এই বক্তৃতা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাই এর নাম খুতবা ইলহামীয়া রাখা হয়েছে।

জামা'তের অনেকেই হয়তো এই খুতবার প্রেক্ষাপট ও বিশেষত্ব সম্পর্কে জানে না আর আজও যেহেতু ১১ই এপ্রিল তাই একজন বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে আমি এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করছি।

১৯০০ সালের ঈদুল আযহার আগের দিন অর্থাৎ আরাফতের দিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদার নির্দেশে দিন ও রাতের বেশির ভাগ সময় দোয়াতে কাটনোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর তিনি এদিন সকালে মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-কে বন্ধুদের নাম ও ঠিকানা ইত্যাদির একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিতে বলেন যাতে দোয়ায় তাদের স্মরণ রাখা যায়।

পরের দিন অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল সকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয় যে, ***'তুমি আরবী বক্তৃতা করো, তোমাকে শক্তি দেয়া হবে আর এই বক্তৃতায় আরবী ভাষার বাগ্মীতা প্রকাশ পাবে।'***

খোদার নির্দেশে তিনি কাদিয়ানে উপস্থিত সবাইকে মসজিদে আসতে বলেন এবং মৌলভী আব্দুল কলীম সিয়ালকোটি সাহেব এবং মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-কে সঙ্গে সঙ্গে এই বক্তৃতা লিখে নিতে নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন, কোনো শব্দ বুঝতে না পারলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে নিবে, কেননা পরে আমার মনে নাও থাকতে পারে।

এরপর প্রায় দুই'শ নিষ্ঠাবান অনুসারীর উপস্থিতিতে তিনি আরবী ভাষায় এমন এক বাগ্মীতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে যান যে, কীভাবে একজন মানুষ খোদার বিশেষ সাহায্যে প্রকাশ্য দিবালোকে ইলহামী ভাষায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রতিটি বাক্য তিনবার করে উচ্চারণ করেন, এ সময় তাঁর চেহারা অন্য রকম ছিল এবং তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর। এছাড়া পুরো পরিবেশটাই তখন ছিল ভাবগম্ভীর।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, সে সময় আমি নিজের থেকে কিছুই বলছিলাম না বরং আমার মুখ দিয়ে খোদার ফিরিশতা কথা বলছিল। কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই অনর্গল তিনি চমৎকার আরবী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, একটি বাক্য বলার পর পরের বাক্য কি হবে তা আমি জানতাম না কিন্তু আমার সামনে লাল কালিতে লেখা শব্দগুচ্ছ ভেসে উঠতো আর নির্দ্বিধায় আমি তাই বলতাম।

খুতবার শেষে হুযূর মৌলভী সিয়ালকোটি সাহেবকে এর উর্দূ অনুবাদ পাঠ করে শোনাতে বলেন। এরপর হুযূর (আ.) আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতার সিজদা করেন আর উপস্থিত সবাই তাঁর সঙ্গে সিজদা করেন। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে হুযূর (আ.) বলেন, সিজদার সময় আমাকে একটি কাগজে লাল অক্ষরে 'মোবারক' লেখা শব্দ দেখানো হয়েছে। এর অর্থ আমার দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়েছে।

১৯০১ সালে এই খুতবা বই আকারে ছাপানো হয়, হুযূর (আ.) স্বয়ং এর উর্দূ ও ফার্সী অনুবাদ করেন আর এই বইয়ের নাম দেয়া হয় খুতবা ইলহামীয়া।

এই খুতবার ভাষা দেখে আরবের শিক্ষিত এবং আলেম সমাজও অভিভূত হয়েছে। এবং তারা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে খোদার বিশেষ সাহায্য ছাড়া কোন মানুষ অনর্গল এরূপ বক্তৃতা করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এসব মূল্যবান নিদর্শনাবলীর মর্ম বুঝার এবং সে অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন।